BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ।

বিচার।

অর্থাৎ

বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের দোষপরীক্ষা।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক
ইংরাজী ভাষা হইতে
অনুবাদিত।

CALCUTTA

BAHIR MIRZAPORE.

PRINTED FOR THE VERNACULAR LITERATURE COMMITTEE AT THE VIDYARATNA PRESS.

By Girisha chandra Sarma

1858.

Price 1¼ *anna*.—মূল্য /৫ [illegible]।

বিচার।

অর্থাৎ

বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের দোষপরীক্ষা।

একদা কলিকাতাস্থ কোন প্রকাশ্য বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রমানাথ বিদ্যাসাগর নামে এক ব্যক্তি বালকদিগের জ্ঞান, বুদ্ধি, এবং অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একটী প্রবন্ধ লিখিতে দিয়াছিলেন। প্রবন্ধের নাম "বঙ্গদেশীয় নীচ জাতিদিগের বর্ত্তমান অবস্থা"। যে কয় জন বালক পুরস্কারের প্রত্যাশায় ঐ প্রবন্ধ বিষয়ে লিপি বিন্যাস করিয়াছিল, তন্মধ্যে দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় নামে প্রথম শ্রেণীস্থ এক ছাত্র যেমন লিখিয়াছিলেন, এমন লেখা আর কাহারও হয় নাই। এতাদৃশ গুরুতর বিষয়ে যাহা লেখা কর্ত্তব্য, দীনবন্ধু বাবু নিজ বিরচিত গ্রন্থে তাহার সকলই লিখিয়াছিলেন, কোন স্থানে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ প্রবন্ধপাঠে সাতিশয় পুলকিত হইয়া, উহা মুদ্রিত করিবার যোগ্য কি না এই বিবেচনা করণার্থ একটী সভা করিয়াছিলেন। সেই সভায় বিদ্যারত্ন, বিদ্যা-

ভূষণ, এবং বিদ্যানিধি প্রভৃতি তাঁহার অনেক সহকারী শিক্ষকও বর্ত্তমান ছিলেন। তদ্ব্যতীত প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর বালকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক প্রবন্ধ খানি শ্রবণ করিতেছিল। দীনবন্ধু বাবু ঐ বিষয়ের যেখানে যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য, অঙ্গভঙ্গীদ্বারা সেখানে সেইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া পাঠ করিতেছিলেন।

বিদ্যালয়ের তাবৎ লোকেই দীনবন্ধুর দীন দরিদ্র নীচ লোক সম্বন্ধীয় প্রবন্ধখানি তদ্‌গত চিত্তে শ্রবণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে দ্বারপাল গললগ্নবস্ত্র হইয়া অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট নিবেদন করিল প্রভো! হীরামণি নামে এক বিধবা স্ত্রী দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে, সে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না, কথার মধ্যে সে কেবল হায়! হায়! করিয়া আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছে। অতএব অনুমতি হয়তো আমি তাহাকে এখানে আনয়ন করি।

হায়! হায়! শব্দ করিয়া এক জন বিধবা আসিয়াছে, দ্বারবানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বিদ্যাসাগর সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলেন না, প্রবন্ধপাঠ সে দিন স্থগিত রাখিয়া বিধবা হীরামণিকে আপনার নিকটে আনিতে কহিলেন। অধ্যক্ষের অনুমত্যনুসারে হীরামণি সভায় প্রবেশ করিয়া করযোড়পূর্ব্বক সভাসদ্‌গণকে নমস্কার করিয়া কহিল পণ্ডিত মহাশয়গণ! আজি বেলা একটার সময় আমি আমার দোকানে বসিয়া মিঠাই বেচিতে ছিলাম।

নবগোপাল নামে আমার ভগিনীপুত্র আমার নিকটে বসিয়া খেলা করিতেছিল। এমন সময়ে আমি ঘরের ভিতর অকস্মাৎ একটা মড়্মড়্ শব্দ শুনিতে পাইয়া একবারে বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তাহাতে নবগোপালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নব! কি হইল দেখ! বিড়ালে বুঝি মাছের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া আমার মাছ খাইয়া গেল। এই কথাতে সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তেকের মধ্যে বাহির হইয়া আমাকে কহিল মাসি! দেখ কি, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! পাঠশালার ছেলিয়াগুলান জানালার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া তাহাতে লাগান জিলাপির চুপড়িটা ফেলিয়া দিয়াছে, ঘরময় জিলাপি ছড়ান, এমন বিন্দুমাত্র স্থান নাই যে পা বাড়ান যায়।

এই কথা শুনিয়া আমার অতিশয় রাগ হইল, বাটীতে আর তিষ্ঠিতে পারিলাম না, দৌড়াদৌড়ি বাহির হইয়া দেখিলাম যে, ছোঁড়াগুলা যথার্থই খড় খড়ি ভাঙ্গিয়া পলাইয়া যাইতেছে। ইহাতে আমি তাহাদের পশ্চাৎ২ দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, উহারা ছেলিয়ামানুষ, দৌড়াদৌড়িতে উহাদের সহিত আমি আঁটিতে পারিব কেন, উহারা সকলেই আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া পলাইয়া গেল। আমি ভ্যাল ভ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম। পরন্তু পাপ করিলে আজি হউক কালি হউক দশ দিন পরেই হউক অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। দৈবের এমনি কর্ম্ম, ঐ বালকেরা দৌড়িয়া যাইতে২ পায়ে পায়ে জড়াজড়ি লাগিয়া হঠাৎ এক জন পড়িয়া গেল।

আমি অমনি বেগে গিয়া তাহাকে ধরিয়া বাটীতে আনিলাম। আমার নবগোপাল সে বালককে জানে। নব ঐ দুষ্ট বালককে দেখিবামাত্র আমায় কহিল, মাসি! এ যে বৌবাজারের মুখুর্য্যাদের ছেলিয়া, ইহার নাম অক্ষয়কুমার, এদের বাটীতে সে দিন ভারি জাঁক জমকে বিবাহ হইয়াছিল, এ বালক দুই বেলা আমাদের দোকানের নিকট দিয়া যাওয়া আসা করে।

আমি অক্ষয়কুমারকে কহিলাম, বাবু অক্ষয়কুমার! বড়মানুষের ছেলিয়া আছ, তুমিই আছ, আমার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া তোমার কি লাভ হইল। ভাল কর্ম্ম করিলে না, আজিই আমি পাঠশালায় যাইয়া তোমার পণ্ডিতকে বলিয়া দিব। তাই আপনাদিগের নিকট আমি নালিশ করিতে আসিয়াছি। আমি গরিব বেওয়া, স্বামী নাই, পুত্র নাই, যে আমাকে একটী পয়সা দেয়। জাতিতে ময়রা, এজন্য রাত দিন মেহনত করিয়া মিঠাই ভিয়ান করি, তাহাতেই আমার দিনপাত হইয়া থাকে। আমি খড়খড়ি সারাইতে কোথায় টাকা পাইব, এক টাকার কম তাহা কোন মতেই সারান হইবে না। আপনারা যাহাতে আমার খড়খড়ি সারান হয় এমন উপায় করিয়া দিউন, আর অক্ষয়কুমারকে দাবিয়া দুবিয়া মারিয়া ধরিয়া বারণ করিয়া দিউন, যেন ও এমন কর্ম্ম আর কখন না করে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হীরামণির মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ওগো বাছা! তুমি ঐ চৌকীখানির উপরে বৈস, আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখি। এই কথা কহিয়া তিনি অক্ষয়-

কুমারকে ডাকিয়া আনিতে কহিলেন। অধ্যক্ষের আজ্ঞায় অক্ষয়কুমার কান্দিতে২ তাঁহার সন্নিকটে উপনীত হইলে, তিনি দেখিতে পাইলেন, যে পদ্মের ন্যায় তাহার প্রসন্ন বদন একবারে বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছে, শরীরের স্থানে২ আঁচড় লাগিয়া বিন্দু২ রক্ত পড়িতেছে, তাহার শুভ্রবর্ণ পরিধৃত বস্ত্রখানি নেত্রবারি এবং ধুলাদ্বারা সাতিশয় মলিন হইয়াছে। তদ্দর্শনে বিদ্যাসাগর বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার মস্তকোপরি হস্ত স্থাপন করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, বৎস! সত্য করিয়া বল, আজি তোমার এমন অবস্থা কি প্রকারে হইল। আর হীরামণি তোমার নামে যে অভিযোগ করিতেছে তাহারই বা কি?

অক্ষয়কুমার সজলনয়নে প্রধান বিচারক অধ্যক্ষ মহাশয়কে কহিল, প্রভো! হীরামণি ময়রাণীর অভিযোগ বিষয়ে বিদ্যালয়ের অন্যান্য বালকেরা যেরূপ নির্দ্দোষ, আমিও সেইরূপ। সত্য বলিতেছি আমি উহার কিছুমাত্র জানি না, কোন বিষয়ে অপরাধী নহি, অথচ যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়াছি। আজি একটার সময় আমি এবং প্রসন্নকুমার এই পাঠশালার পাশের গলিতে খেলা করিতেছিলাম, ময়রাণী আপনার দোকানে বসিয়া মিঠাই বেচিতেছিল। খেলিতে খেলিতে হঠাৎ একটা হড় হড় শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হইল। আমরা দুই জনে এ বিষয়ের কথা কহিতেছি, এমত সময়ে দেখিলাম ময়রাণী গালাগালি দিতে২ লাঠি হাতে করিয়া বাহির হইল। প্রসন্নকুমার তাহা দেখিতে পাইয়া প্রথমে পলাইয়া গেল।

আমি মনে ভাবিলাম, ময়রাণী যেরূপ আড়ম্বর করিয়া আসিতেছে, এখানে থাকিলে না জানি আমার উপর কত বিপদই পড়িবে, অতএব আমিও তাড়াতাড়ি প্রসন্নকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে চেষ্টা করিলাম। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে পথিমধ্যে হঠাৎ হোঁচট লাগিয়া পড়িয়া গেলাম। এই অবকাশে ঐ দুষ্টা হীরামণি আমার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আমাকে বেত্রাঘাত ও তিরস্কার করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, হীরামণি! হুড়হুড় শব্দ ব্যতীত তোমার ঘরে কি হইয়াছে আমি তাহার কিছুই জানি না, আমাকে মিছা মিছি প্রহার ও তিরস্কার কর কেন? কিন্তু এ কথাতে সে কর্ণপাত না করিয়া আমাকে আরও দুই তিন চপেটাঘাত করিয়া কহিল, এখন ছোঁড়া যা, আমি পাঠশালায় যাইয়া তোর গুরুমহাশয়কে সকলই বলিয়া দিব। যথার্থ বলিতেছি বিচারক মহাশয়! আমি এতাবন্মাত্র জানি, আর কিছুই জানি না।

বিচারক। ওগো হীরামণি! যদি স্বয়ং তুমি এই কুকর্ম্মের প্রতিফল দিয়াছিলে, তবে আমাকে জানাইবার কি আবশ্যক ছিল? তুমি এ বিচারালয় হইতে সুবিচার পাইবার প্রত্যাশার বড়তো একটা অপেক্ষা কর নাই।

হীরামণি। ধর্ম্মাবতার! অক্ষয়কুমারের কর্ম্ম দেখিয়া আমার বড়ই রাগ হইয়াছিল। এজন্য সে সময়ে কি বলিয়াছি, কি করিয়াছি, তাহা বড় একটা ভালরূপে বিবেচনা করি নাই।

বিচারক। ভাল, অক্ষয়কুমারের একসঙ্গী প্রসন্নকুমার কোথায় ?

প্রসন্ন। প্রভো! এ দাস এখানে উপস্থিত আছে।

বিচারক। বৎস প্রসন্নকুমার! অক্ষয়ের কথা তুমি সকলই শুনিয়াছ, এখন আমাদিগের সাক্ষাতে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বল ঐ সকল কথা সত্য কি মিথ্যা।

প্রসন্ন। গুরো! অদ্য একটার সময় আমি এবং অক্ষয় দুই জনে খেলা করিতেছিলাম বটে, কিন্তু খড়খড়ি ভাঙ্গার বিষয়ে আমাদিগের উভয়েরমধ্যে কেহই অপরাধী নহে। অকস্মাৎ হড়হড় শব্দ শুনিয়া আমরা দুই জনে কথোপকথন করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম ময়রাণী গালা গালি দিতে২ আমাদের প্রতি দৌড়াইতেছে। মনে বড় ভয় হইল, বিবেচনা করিলাম ময়রাণী যে আড়ম্বর করিয়া আসিতেছে, অবশ্য আমাদিগকে কোন উৎকট দোষে দোষী করিতে পারিবে। অতএব আমি অগ্রে পলাইয়া গেলাম, অক্ষয়কুমার আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহার পর কি হইয়াছিল, আমি দাঁড়াইয়া তাহা দেখি নাই।

বিচারক। প্রসন্ন! নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত বিপদের সময় বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তোমার উচিত হয় নাই। যা হবার তা হইয়াছে। ময়রাণীর ঘরের চতুষ্পার্শ্বে তুমি আর কোন লোককে দেখিয়াছিলে ?

প্রসন্ন। প্রভো! ময়রাণীর ঘরে হড় হড় শব্দ হইবার পূর্ব্বে আমি একটী বালকের রব শুনিয়াছিলাম, কিন্তু চক্ষে কাহাকেও দেখি নাই।

বিচারক। ওগো হীরামণি! আসামীর পক্ষে যে

সকল কথা হইল, তুমি সাক্ষাতে থাকিয়া তাহাতো সকলই শুনিলে, এখন জিজ্ঞাসা করি তোমার আর কোন সাক্ষী আছে কি না?

হীরামণি। ধর্ম্মাবতার! পাঠশালার ছেলিয়াদিগকে আপনি বিশ্বাস করিবেন না, তাহারা পরস্পর একমত, এক জনের জন্য অনায়াসেই অন্য জন মিথ্যা কথা কহে। অতএব মহাশয় যথার্থ বিচার করিয়া যাহাতে এ দুঃখিনীকে অধিক বিলম্ব করিতে না হয়, এমন সদুপায় করিয়া দিউন।

বিচারক। হীরামণি! সাবধান হইয়া কথা কহ, যাহা মুখে আইসে তাহাই বলিও না। যে অপরাধের নিমিত্ত তুমি আমার নিকট নালিশ করিতে আসিয়াছ, তুমিই নিজে সেই অপরাধে যথার্থ অপরাধিনী দেখিতেছি। পাঠশালার বালকেরা যে পরস্পর মিথ্যা বাক্য কহে, তুমি এমন কথা কাহার মুখে শুনিলে? ভবিষ্যতে বালকগণ সচ্চরিত্র এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে পিতা মাতা নিজ সন্তান সন্ততিকে পাঠশালায় পাঠাইয়াদেন। আর, ধর্ম্মনীতি সকল বিদ্যার সোপান, এজন্য শিক্ষকেরা তথায় উপদেশ, দৃষ্টান্ত, এবং গল্পচ্ছলে আদৌ প্রতিনিয়ত ঐ শিক্ষাই দিয়া থাকেন। বালকদিগের চিত্তরূপ ক্ষেত্রে অধর্ম্মের অঙ্কুর জন্মিতে দেখিয়া যে শিক্ষক তাহা সমূলে উৎপাটন না করেন, এবং যে শিক্ষকের দৃষ্টান্তে বালকেরা কুপথগামী হয়, তত্তুল্য পাষণ্ড ব্যক্তি এ জগতে আর কেহ নাই। সে, ঈশ্বর এবং মানবমণ্ডলীর নিকট হীন অপরাধী বলিয়া গণ্য।

গো হীরামণি! যুবা লোকেরা যেরূপ ধর্ম্ম ভয় করিয়া সৎকর্ম্ম সাধনে আপনাদিগকে যশস্বী বোধ করে, আমার পাঠশালার বালকেরাও তদ্রূপ করিয়া থাকে। যুবা লোকদিগেব কুকর্ম্ম এবং অপমান বিষয়ে যেরূপ ভয়, ইহাদিগেরও তদ্রূপ। তবে কোন্ বিবেচনায় তুমি পাঠশালার সকল বালককে মিথ্যাবাদী কহিলে। তোমার কথা প্রমাণে, যদি এ পাঠশালার সমুদায় বালক পরস্পর মিথ্যা কথা কহিতে অভ্যাস করিয়া থাকে, তবে এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না, এবং আমি এত দিন যে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছি, সে সকলই বৃথা হইবে। যাহা হউক তোমাকে নিষেধ করিতেছি, তুমি এমন কথা আর কখন বলিও না, অক্ষয়কুমারের দোষ গোপন করিবার নিমিত্ত অন্যান্য বালকেরা যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে কোনমতেই আমার এমন বিবেচনা হয় না।

হীরামণি। ধর্ম্মাবতার! আমি মেয়ে মানুষ, লেখা পড়া বোধ নাই, অতএব কোন্ সময় কি বলিতে হয় তাহা বড় একটা বুঝিনা। ক্ষমা করুন, আপনি যে আমার কথাতে এত দোষ গ্রহণ করিবেন, ইহা আমি বিবেচনা করি নাই। আমি গরিব বেওয়া, খড়খড়ি ভাঙ্গাতে আমার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, সত্য কহিতেছি, আমি বালকটীকে ধরিয়া মারি নাই, কিন্তু ধমকাইয়াছিলাম।

বিচারক। ওগো হীরামণি! তোমার সকল কথাতেই আমার সন্দেহ হইতেছে। অক্ষয়ের বিষয়ে প্রসন্ন যাহা বলিল, তাহাতে সে যে দোষী কোনমতেই এমন

বোধ হইতেছে না। বিচার করিতে বসিয়া আমি অন্যায় করিতে পারিব না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, অক্ষয়কুমার যে দোষী, তুমি ইহার আর কোন প্রমাণ দিতে পার?

হীরামণি। বিচারকর্ত্তা মহাশয়! অন্য প্রমাণ কিছুই নাই, প্রমাণের মধ্যে আজি নবগোপাল আমার ঘরের মেঝিয়াতে এই লাঠিমটী কুড়িয়া পাইয়াছিল। বোধ হয় এটি অক্ষয়কুমারের লাঠিম, ঐ দুষ্ট বালক এই লাঠিমেতে আমার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

বিচারক। লাঠিমের দ্বারা খড়খড়ির কাষ্ঠ ভাঙ্গা বড়ই অসম্ভব বোধ হইতেছে, কি জানি হইলেও হইতে পারে। দেখি২ ঐ লাঠিমটা কেমন? ইহা বলিয়া রমানাথ বিদ্যাসাগর মোদকভার্য্যার হস্তহইতে লাঠি-মটা লইয়া অন্যান্য সহকারী পণ্ডিতদিগকে কহিলেন বন্ধুগণ! এই লাঠিমটা অক্ষয়কুমারের কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। শিক্ষকদিগের মধ্যে এক জন কহি-লেন, দেখিতেছি ইহার উপর র,ক, খোদা রহিয়াছে।

উমানাথ বিদ্যারত্ন কহিলেন, র, ক, চিহ্ন দ্বারা রাধাকান্ত রমাকান্ত প্রভৃতি নামই হইতে পারে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর রাজকুমার মিত্রের ঠিক এমনি একটী লাঠিম ছিল।

শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ সেই কথাতে মত দিয়া কহিলেন, আমিও জানি ইহা রাজকুমারের লাঠিম তাহার কোন সন্দেহ নাই।

বিচারক। কোথায় হে রাজকুমার কোথায়, এটা কি তোমার লাঠিম?

রাজকুমার। প্রভো! উহা আমার লাঠিম কি না, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না, পূর্ব্বে আমার এ প্রকার অনেক গুলিন লাঠিম ছিল, খেলা করিয়া সে সকলই আমি ফেলিয়া দিয়াছি, কি জানি কেহ কুড়াইয়া লইলেও লইতে পারে, কর্ম্মের অযোগ্য না হইলেই বা ফেলিয়া দিব কেন, আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন না, মহাশয়ের হাতে ঐ লাঠিমটার আল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

বিচারক। ভাল রাজকুমার! আমি তোমার সকল কথা বুঝিতে পারিলাম। ওগো হীরামণি! আজি বাছা তোমার বিচার হইল না, তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও।

হীরামণি। ধর্ম্মাবতার! তবে কি আমার নালিশ করা বৃথা হইল। অপকারের কোন প্রতীকার করিবেন না।

বিচারক। না করিব কেন? তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর, বিচারকদিগের প্রতি কোনমতে অবিশ্বাস করিও না। আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিয়া তোমার ক্ষতি পূরণ করিব। প্রধান বিচারকের এই কথা শুনিয়া হীরামণি গৃহে গমন করিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিচারাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সভাসদদিগকে এইরূপ কহিলেন "সভ্যগণ! অদ্যকার ব্যাপারে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বলিয়া কি জানাইব। পতিহীনা রমণীদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করা কোনমতেই ভদ্রসন্তানদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে।

দরিদ্রা ময়রাণী কাহারও কোন অপকার করে নাই, বিনা দোষে তাহার প্রতি কুপিত হইয়া তাহার অপমান বা ক্ষতি করা এ বিদ্যালয়ের কোন বালকের উচিত

কর্ম্ম হয় নাই। আমাদিগের মধ্যে কে যথার্থ দোষী তাহা সে সপ্রমাণ করিতে পারিতেছে না বটে, না পারুক, কিন্তু এই কুকর্ম্ম দ্বারা ঐ বিধবা এবং তাবৎ লোকেই যে আমাদিগকে এ বিষয়ের দোষী করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। বিষয় বিবেচনা করিয়া যদিও আমার উপলব্ধি হইতেছে, যে, হীরামণি ক্ষতির জন্য ক্রুদ্ধা হইয়া অন্যায়তঃ এক নিরপরাধী বালকের প্রতি অসদাচরণ করিয়াছে, করুক, তথাপি আমার এখন পর্য্যন্ত সংশয় দূর হয় নাই। লাঠিমের কথা শুনিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, এ বিদ্যালয়ের কোন না কোন বালক অবশ্যই এই গর্হিত দোষের বিশেষ দোষী। খেলানাটীর যথার্থ অধিকারী আপনিই বলিতেছে, ইহা আমার লাঠিম বটে। কিন্তু যেরূপে সে বলিতেছে তাহাতে কিছুমাত্র ফল হইতেছে না, উহার লাঠিম বলিয়াই যে ঐ ব্যক্তি দোষী কোন মতেই এমন সম্ভব নয়। অতএব এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? যে সাক্ষী পাওয়া যাইতেছে তাহাতে কিছুই স্থির হইল না, অথচ লোকে এই বিদ্যালয়ের বালকদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিবে, যে, ইহারাই দরিদ্রা ময়রাণীর খড়খড়ি ভাঙ্গিয়াছে। যদি লোকনিন্দা হইতে তোমরা বিমুক্ত হইতে চাহ, তবে একটী কর্ম্ম কর, দীন দরিদ্র অনাথদিগের সাহায্যার্থে বালকেরা প্রতিমাসে যে দুই দুইটি পয়সা দেয়, সেই সঞ্চিত সাধারণ ধনহইতে হীরামণি মোদকভার্য্যার ক্ষতি পূরণার্থ একটী টাকা দিয়া আইস। পরে আপনাদিগের মধ্যে কয়েক জনকে মনোনীত করিয়া একটি সভা স্থাপন পূর্ব্ব-

কোন্ বালক যথার্থ দোষী তাহা অনুসন্ধান কর। এই কথা কহিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্রস্থ শিক্ষক এবং বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্ধুগণ! আমি যাহা বলিলাম তাহাতে তোমাদের সম্মতি আছে কি না?

বিদ্যাভূষণ, বিদ্যারত্ন, এবং বিদ্যানিধি প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক এবং প্রধান প্রধান বালকগণ বিচারককে নমস্কার করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনকার কথাতে আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। যে আজ্ঞা করিতেছেন তাহা শিরোধার্য্য করিয়া মানিলাম, আমরা কোনমতেই তাহার অন্যথা করিব না।

অনন্তর বালকদিগের মধ্যে স্থিরীকৃত হইল, যে প্রথম শ্রেণীস্থ এক জন ছাত্র চাঁদার টাকাটি হস্তে লইয়া ময়রাণীকে দিয়া আসিবেন। দিবার সময় কোনমতেই তিনি আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করিবেন না, বরং বিনয়বচন দ্বারা বিধবাকে সন্তুষ্টা করিয়া কহিবেন, হীরামণি! আমাদিগের পাঠশালার যে বালক তোমার অনিষ্ট করিয়াছে তাহাকে ক্ষমা কর, একথা আর কাহারও কাছে বলিও না। এই নিয়মানুসারে নীলরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে প্রথম শ্রেণীর এক জন ছাত্র হীরামণির বাটীতে গিয়া বিনয়বচন দ্বারা তাহাকে মুদ্রা প্রদান করত সন্তুষ্টা করিলেন, আর সমস্ত বালক একত্র হইয়া তাহাকে যেরূপ কহিতে বলিয়াছিল, তিনি সেইরূপ বলিয়া আসিলেন।

পর দিন বেলা একটার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যান্য সহকারি শিক্ষক এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ বালকদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, বন্ধুগণ! কল্য আমি

যেরূপ কহিয়াছি তদনুসারে, তোমরা আপনাদিগের মধ্যে ছয় জনকে মনোনীত করিয়া একটী সভা স্থাপন কর। এই বিদ্যালয়ের কোন্ বালক ঐ দূষিত ব্যাপারে যথার্থ দোষী তাহার অনুসন্ধান করাই তোমাদের এই সভার মুখ্য কর্ম্ম হইয়াছে। অধ্যক্ষের অনুমত্যানুসারে তাঁহাদিগের মধ্যে ছয় জন বিচারাসনে অধ্যাসীন হইয়া প্রথমতঃ সত্যকিঙ্কর, সত্যশরণ এবং সত্যচরণ এই তিন জন বালককে ডাকাইয়া আনিলেন। সভ্যদিগের মধ্যে এক এক ব্যক্তি এক এক দিন প্রধানরূপে গণ্য হন। অতএব সে দিবসের প্রধান সভাপতি ঐ বালকদিগকে বিনয়বচনে কহিলেন, বৎসগণ তোমাদের যেমন নাম তেমনি গুণ থাকাই আবশ্যক হইয়াছে, এখন সত্য করিয়া বল, এই লাঠিমটা যথার্থ রাজকুমারের কি না? তাহারা সকলেই একবাক্য হইয়া কহিল, মহাশয়! ইহা রাজকুমারের লাঠিম যথার্থ বটে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সভাপতি, পরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ সময়ে রাজকুমার ইহা লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল, তাহা তোমাদের স্মরণ হয় কি না।

সত্যকিঙ্কর প্রথমে বলিল, মহাশয়! পরশ্ব দিবস আমি রাজকুমারকে এই লাঠিম লইয়া খেলা করিতে দেখিয়াছি, সে আমার লাঠিমকে লক্ষ্য করিয়া আপন লাঠিম তাহার উপর মারিতে চেষ্টা করিতেছিল।

সত্যশরণ। মহাশয় সত্যকিঙ্করের সহিত খেলা করিয়া রাজকুমার আমারও সহিত খেলা করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু আমার লাঠিম এমনি শক্ত, যে

তিন খেলিয়া আমি তাহার আল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম।

সভাপতি। ভাল, আল ভাঙ্গিয়া গেলে পর রাজকুমার সেই লাঠিমটা লইয়া কি করিল।

সত্যকিঙ্কর। সে আল ভাঙ্গা লাঠিমটা আপন চাদরে বান্ধিয়া আমাকে বলিল, এটি শক্ত লাঠিম, আমি ইহাকে পুনর্ব্বার সারাইব।

সভাপতি। তবে সত্যকিঙ্কর! তার পর রাজকুমার লাঠিমটা লইয়া কোথায় ফেলিল, বা কাহাকে দিল, এ বিষয় তুমি কিছু জান?

সত্যকিঙ্কর। মহাশয়! চাদরে বান্ধিয়া রাখিবার পর আর আমরা সে লাঠিম দেখি নাই।

সভাপতি। ভাল বাপু সত্যশরণ! এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, রাজকুমার এবং হীরামণি ময়রাণীর সঙ্গে কখন কোন বিষয় লইয়া কিছু বিবাদ হইয়া ছিল কি না, সে বিষয়ের কোন কথা তুমি আমায় বলিতে পার?

সত্যশরণ। মহাশয়! এমন কোন বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিতে দেখিনাই, কেবল চার পাঁচ দিন হইল, সেদিন একটার সময় রাজকুমার ময়রাণীর দোকানে মিঠাই কিনিতে গিয়াছিল, কিন্তু ময়রাণী তাহাকে মিঠাই না দিয়া কহিল রাজকুমার! কোন্ লজ্জায় তুমি আর বার আমার নিকট ধারে মিঠাই খাইতে আসিয়াছ। তোমার কাছে আমার ছয়টি পয়সা পাওনা আছে, আগে ঐ ছয়টি পয়সা আন, তবে পুনর্ব্বার ধার দিব।

সভাপতি। তবে সত্যশরণ! মিঠাই পাইবার

প্রত্যাশায় রাজকুমার ময়রাণীর দোকানে গেলে ময়-রাণী তাহাকে লজ্জা দিয়া দূর করিয়াদিল, ইহাতে রাজ-কুমার কি চুপ করিয়া পাঠশালায় ফিরিয়া আইল? তাহাকে কোন কটুকাটব্য বলিল না।

সত্যশরণ। মহাশয়! রাজকুমার ময়রাণীকে এমন কোন কটু কথা বলে নাই, বলিবার মধ্যে ফিরিয়া আসিবার সময় সে কেবল এই কথা বলিয়াছিল, ওরে বেটী ছোটলোক! তুই, ভদ্রলোকের ছেলিয়াদের কেমন করিয়া মর্য্যাদা করিতে হয়, তাহার কিছুই জানিস্ না, থাক্ বেটী থাক্, তোকে যথোচিত প্রতি-ফল দিব।

সভাপতি। তুমি নিশ্চয় বলিতেছ, রাজকুমার এমন কথা ময়রাণীকে বলিয়াছিল?

সত্যশরণ। নিশ্চয় বইকি? আমরা প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা ব্যবহার করি না, মিথ্যা কহা যে মহা-পাপ, তাহা আমাদিগের উত্তম উপলব্ধি আছে, বন্ধু সত্যকিঙ্করতো আমার সঙ্গে ছিল, আপনি উহাকে জিজ্ঞাসা করুন না কেন।

সত্যকিঙ্কর। মহাশয়! সত্যশরণ যথার্থ বলিতেছে, রাজকুমার যে ময়রাণীকে ধমকাইতেছিল, তাহা আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি।

সভাপতি। বাপু! তোমাদিগের সত্য কথাতে আমি বড়ই আপ্যায়িত হইলাম, ভাল, এ বিষয়ের আর কিছু তোমরা জান?

সত্যশরণ এবং সত্যকিঙ্কর উভয়ে করযোড় করিয়া সভাপতি শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে নিবেদন করিল

প্রভো! যাহা জানি তাহা বলিলাম, এতদ্ব্যতীত আর আমরা কিছুই জানি না। তখন সভাপতি ঐ বালকদ্বয়কে মিষ্টবাক্য দ্বারা বিদায় করিয়া সভা হইতে গাত্রোত্থান করত বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগকে কহিতে লাগিলেন।

"সত্যকিঙ্কর এবং সত্যশরণের সাক্ষ্য দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে, যে আমাদিগের এই বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজকুমারই হীরামণি ময়রাণীর জানালার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়াছে। ঐ দুষ্ট বালক এখনও আপনি আসিয়া আপনার দোষ স্বীকার করিতেছে না, না করুক, দুঃখিনী বিধবার উপর অত্যাচার হইবার সময়ে এই লাঠিন যে তাহার নিকটে ছিল, তাহা প্রায় যথার্থ, বড় একটা সন্দেহ হইতেছে না। সে ঐ অবলা নারীর প্রতি যে সকল ভয়প্রদর্শন-বাক্য ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, যে, সেই বালকই এই হীন অপরাধের অপরাধী, ময়রাণীর কথাদ্বারা অন্যান্য বালকদিগের সম্মুখে লজ্জা পাইয়া, সে যে আপন মনোভীষ্ট সিদ্ধ করে নাই, কোনমতেই আমার এমন অনুভব হয় না"।

সভাপতির বক্তৃতার পর, অন্যান্য বিচারকগণ কি করা কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে দ্বারবান্ আসিয়া কহিল, ধর্ম্মাবতার! নবগোপাল নামে ময়রাণীর ভগিনীপুত্র দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, সে আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে, অনুমতি হয়তো তাহাকে আমি বাটীতে আনয়ন করি।

এই কথা শ্রবণ করিয়া এক জন শিক্ষক সভা হইতে

গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যে বালকটীকে রাজকুমার ধমকাইয়া কহিতেছে, ওরে নির্ব্বোধ! ভাল চাহিস্‌তো শীঘ্র২ এখান হইতে যা, নতুবা এখনই তোকে মারিয়া তাড়াইয়া দিব। সভ্য মহাশয় স্বকর্ণে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়াও রাজ-কুমারকে তখন কোন কথা কহিলেন না, কেবল নির্ব্বিঘ্নে বালকটীকে সঙ্গে লইয়া সভাপতির নিকটে আনয়ন করিলেন। নবগোপাল সভ্যদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া করপুটে নমস্কার করত সভাপতিকে এইরূপ সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল।

“ধর্ম্মাবতার! আজি প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি আমাদের প্রাচীরের ধারে খেলা করিতে গিয়াছি-লাম, খেলাইতে২ হঠাৎ এই শ্লেটখানি দেখিতে পাইলাম। দেখিবামাত্র কুড়াইয়া লইয়া আমি বিবে-চনা করিতে লাগিলাম, যে, যে দুরাত্মা আমাদিগের জানালার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়াছে অবশ্যই ইহা তাহার শ্লেট হইবে, বুঝি দৌড়াদৌড়ি করিয়া পলাইবার সময় সে ইহা ভুলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনি এই শ্লেটখানি গ্রহণ করিয়া, পাঠশালার কোন্ বালক, ইহা আমার শ্লেট কহে, তাহা অন্বেষণ করিয়া দেখুন। তাহা হইলেই অত্যাচারী দুষ্ট বালককে অনায়াসে প্রাপ্ত হইবেন।

সভাপতি। তোমাদিগের বাটীর কোন্ দিকের প্রাচীরের ধারে তুমি এই শ্লেটখানি পাইলে?

নবগোপাল। মহাশয় এই পাঠশালার নিকটে ঐ যে প্রাচীরটা দেখা যাইতেছে, আমি ইহারই ধারে অদ্য এই শ্লেটখানি পাইলাম।

সভাপতি। বৎস! শ্লেটখানি আমার হস্তে দাও, এখানি কাহার শ্লেট আমি পরীক্ষা করিয়া দেখি, এই কথা কহিয়া তিনি শ্লেটখান হস্তে লওত আর আর সভ্যদিগকে কহিলেন, বিচারক মহাশয় মহোদয়গণ এই শ্লেটের মলিন এবং ভগ্ন অবস্থা দেখিয়া, ইহা যাহার শ্লেট আমি একবারে জানিতে পারিয়াছি। তোমা-দিগের হস্তে ইহা প্রতিদিন আসিয়া থাকে, বোধ হয় তোমরাও ইহা চিনিতে পারিয়াছ তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এই কথা শ্রবণ করিয়া শিক্ষকগণ সভাপতি মহা-শয়কে কহিলেন, পণ্ডিতবর! এই বিদ্যালয়স্থ বালক-দিগের মধ্যে রাজকুমারের মত অসাবধান বালক আর একটীও নাই। তাহার পুস্তক ও শ্লেটাদি যেমন ছিন্ন, মলিন এবং ভগ্ন, আমাদের পাঠশালার মধ্যে অমন আর কাহারও নাই। অতএব আমরা একবাক্য হইয়া স্বীকার করিতেছি, যে, ইহা সেই রাজকুমারেরই শ্লেট।

অতঃপর সভাপতি তৃতীয় শ্রেণীর কতকগুলি বাল-ককে ডাকিয়া কহিলেন, আজি কেহ তোমরা রাজকুমা-রের শ্লেট দেখিয়াছ?

এক জন কহিল, মহাশয়! রাজকুমার আজি অঙ্কের সময় শেষ শ্রেণীর মনোরঞ্জনের নিকট হইতে শ্লেট আনিয়া অঙ্ক কসিতেছিল, তাহাতে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ভাই রাজকুমার! এখানিতো তোমার শ্লেট নহে, তোমার নিজের শ্লেট কি হইল? সে উত্তর করিল, কল্য পাঠশালা হইতে ঘরে যাইবার সময় আমার শ্লেট হারাইয়া গিয়াছে।

এই সাক্ষ্য পাইয়া সভাপতি আর আর সভ্য দিগকে কহিলেন, বন্ধুগণ! আমাদিগের এ সভার যে কর্ম্ম তাহা একপ্রকার নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখন এই সমুদায় সাক্ষীদিগের কথা এক স্থানে লিখিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রধান বিচারক মহাশয়কে দেখাইলেই হইল। পরে তিনি ময়রাণীর ভগিনীপুত্র নবগোপালকে কহিলেন, বাপু নবগোপাল! তুমি ঘরে যাও, আর তোমাতে আমাদিগের কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই।

নবগোপাল করযোড় করিয়া উত্তর করিল, মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া আর এক জন বলবান্ বালককে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দিউন। আসিবার সময় রাজকুমার আমাকে দ্বারের কাছে ধমকাইয়া গালাগালি দিতেছিল, সে আমাকে মারিতে চাহে, এজন্য আমি বড় ভীত হইয়াছি।

এই কথাতে সভাপতি বীরবল নামে এক জন সাহসী বালককে ডাকিয়া কহিলেন, বীরবল! তুমি এই বালকের সঙ্গে গিয়া ইহাকে বিদ্যালয়ের দ্বার পর্য্যন্ত রাখিয়া আইস, দেখিও রাজকুমার বা অন্য কোন বালক যেন ইহাকে কোন কথা না বলিতে পারে। এই আজ্ঞা পাইয়া বীরবল নবগোপালকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যালয়ের বহির্দ্বার পর্য্যন্ত গেল। সুতরাং তাহাকে কোন বালক কোন কথা বলিতে পারিল না।

অনন্তর সভাপতি বিচারবিষয়ক তাবৎ কথা একখানি কাগজে লিখিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রধান বিচারক মহাশয়ের নিকট সমর্পণ করিলেন। বিচারক

রুবকারিখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিদ্যালয়ের আয় ব্যয় লেখক দেওয়ানজীকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি রাজকুমারের বিপক্ষে আমার এই সকল কথা লিখিয়া একখানি পত্র প্রকাশ কর। ১৩ ই, বৈশাখ মঙ্গলবার ঠিক বেলা একটার সময় রাজকুমার অতি জঘন্য নীচতা প্রকাশ করিয়া গোপনভাবে হীরামণি বিধবার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়াছে, এই অপকর্ম্ম একটা লাঠিমদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, দুষ্ট বালক হঠাৎ ইহাতে প্রবৃত্ত হয় নাই, এবং দৈবাধীনও তাহা ঘটে নাই। দ্বেষ হিংসা ক্রোধ রিপুকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত সে পূর্ব্বাবধি অনেক বিবেচনা করিয়া এই দুষ্কর্ম্মে রত হইয়াছিল। নির্দোষা বিধবার উপর এরূপ অত্যাচার করা অতিশয় নীচপ্রবৃত্তি এবং জঘন্য অপরাধির কর্ম্ম, ইহাতে শুদ্ধ এক সামান্যা বিধবার প্রতি অনিষ্ট করা হইয়াছে এমন নহে, বিদ্যালয়ের ভদ্রসন্তানদিগের ভদ্রত্বের উপর কলঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে। অতএব কল্য প্রাতঃকালে বেলা এগারটার সময় ইহার বিচার হইবে। রাজকুমার যেন সেই সময় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট উপনীত হইয়া, এই দোষ যথার্থ কি না, তাহার বিশেষ প্রমাণ দেয়, নতুবা আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু বিচারকের মতানুসারে বিশেষ দণ্ডনীয় হইতে হইবে। দেওয়ানজী এই পত্রখানি লিখিয়া এক জন চাপরাসীর হস্তে দিলেন, চাপরাসী তাহা গ্রহণ করিয়া রাজকুমারের হস্তে প্রদান করিল।

রাজকুমার বেলা তিনটার সময় পত্রখানি প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত হইল

ধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বন্ধুবর্গ ! রাজকুমারের অসভ্যতাচরণ দেখিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি, দুশ্চরিত্র বালক বিচারের অপেক্ষা করে নাই, একেবারে টাকা পাঠাইয়া আমাদের বিচারসভার বিশেষ অপমান করিয়াছে । পূর্ব্বে সে এক দোষের দোষী ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার দোষ দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে, অতএব সে বিশেষ দণ্ডনীয় হইবার যোগ্য ।

এই কথা কহিয়া তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ দুই জন বালককে কহিলেন, তোমরা দুই জনে সত্বর যাইয়া রাজকুমারকে এখানে আনয়ন করিবে, যদি সে না আইসে, তবে বল পূর্ব্বক আনিবে, কোন মতে ছাড়িয়া আসিবে না। পরে উচ্চশ্রেণীর দুই বালককে দেখিয়া রাজকুমার ভীত হইয়া বিবেচনা করিল, কোন প্রকার আপত্তি না করিয়া বিচারকের আজ্ঞাধীন হওয়াই আমার পক্ষে বিধেয় হইয়াছে। বিচার সভার যেরূপ ভাব দেখিতেছি ভবিষ্যতে নাজানি আমার কত মন্দই হইবে। এই স্থির করিয়া পূর্ব্বোক্ত দুই বালকের সঙ্গে সে বিচারকদিগের নিকটে উপনীত হইল । বিচারপতি রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন ।

বৎস রাজকুমার ! তোমার ব্যবহারে আজি আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি, তুমি ভদ্র বংশে জাত এবং ভদ্র সমাজে নিরন্তর বাস কর, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিচার অবিচার কাহাকে বলে ইহা যে তোমার অদ্যাপি জ্ঞান হয় নাই, তাহা আমি এত দিন পর্য্যন্ত জানিতাম না। পশুরাও দোষ করিলে অনুতাপ করিয়া থাকে। তুমি

মানবমণ্ডলীতে জন্মগ্রহণ করত বিবেক-শক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে গুরুতর হীন অপরাধকে অপরাধ বলিয়া জানিবে না, ইহা আমার একদিনও অনুভব হয় নাই। বিচারসভা হইতে সুবিচারের অপেক্ষা না করিয়া তুমি কোন্ বিবেচনায় আমার নিকট টাকাটি পাঠাইয়া দিয়াছিলে, এমন সভ্য এবং শিষ্টাচারের বহির্ভূত কর্ম্ম করিতে তোমায় কে পরামর্শ দিল ?। যদি নিজ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মুদ্রা প্রদান করিতে তোমার মননই ছিল, তবে বিচারকদিগের বিচার পর্য্যন্ত বিলম্ব করিলে না কেন ? তাঁহাদিগের সুবিচারে তোমার প্রতি যে দণ্ড অর্হিত, তুমি তাহাই প্রদান করিতে। ওরে দুর্বৃত্ত ! ন্যায়পরতা মানবপ্রকৃতির একটী বিশেষ ধর্ম্ম, শুদ্ধ অপচয়ের টাকা দিয়া কেহ কি কখন ন্যায়-পরায়ণ বিচারকদিগের স্থানে মুক্তি পাইতে পারে। যদি দৈবাধীন তোমার দ্বারা ময়রাণীর জানালাটি ভগ্ন হইত, এবং তৎপ্রযুক্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া পুনঃ নির্ম্মাণের কারণ তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক মূল্য প্রেরণ করিতে, তাহা হইলে বিচারসভা স্থাপন করিয়া বিচার করিবার আর আবশ্যক হইত না, তুমি যথার্থ মূল্য প্রদান করিলেই বিচারকদিগের নিকটে অব্যাহতি পাইতে। কিন্তু এক্ষণে তোমার দোষ অতিশয় গুরুতর দোষ হইয়াছে, তুমি দ্বেষ হিংসা ও নীচপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া গোপন-ভাবে এক দরিদ্রা স্ত্রীর অপকার করিয়াছ।

আরও শুন রাজকুমার ! তুমি এখানে যে কয় জন বিচারককে দেখিতে পাইতেছ, ইঁহারা সকলেই ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তি, এ সমাজের বালকদিগের চরিত্র এবং

ধর্ম্মনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখা ইঁহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম, এ সমাজের দ্বারা যেন পরের অনিষ্ট না হয়, তাঁহারা প্রাণপণ যত্নে এই কর্ম্মই নিয়ত করিয়া থাকেন। অতএব এতাদৃশ ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ বিচারকেরা কিরূপে তোমার উৎকট দোষ ক্ষমা করিতে পারেন? যদি বল, স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার প্রতি কঠিন ব্যবহার করা অবিধি, কিন্তু স্বীয় দোষ স্বীকার করণের উপযুক্ত সময় তোমার উত্তীর্ণ হইয়াছে। যখন সাক্ষিগণ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, যখন নানাপ্রকার প্রমাণ দ্বারা তুমি যে যথার্থ কুকর্ম্মী তাহা নিশ্চয় হইয়াছে, তখন তোমার আর দোষ স্বীকার করণে ফল কি? স্থির জানিও রাজকুমার! ময়রাণী কর্ত্তৃক তোমার বিপক্ষে অভিযোগ হইবার পূর্ব্বে অগ্রেই তোমার দোষ স্বীকার করা উচিত ছিল। এখনও যদি তোমার পক্ষে কেহ মুক্তিয়ার হইয়া বাক্যবিন্যাস দ্বারা তোমাকে নির্দোষী করিতে পারে, কিম্বা তুমি যদি নিজ বক্তৃতা দ্বারা আপনাকে নিরপরাধী সপ্রমাণ করিতে পার, তবে আমাদের কোন আপত্তি নাই, আমরা আহ্লাদিত হইয়া একান্তচিত্তে তোমার সকল কথাই শুনিব। আর আমরা বিলম্ব করিতে পারি না, যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিলাম, এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর।

অতঃপর রাজকুমার বিচারকের সদুপদেশে এবং বক্তৃতাতে লজ্জিত হইয়া কিয়ৎকাল মৌনভাব অবলম্বন করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। পরে করপুটে নমস্কার করিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়কে

কহিল, প্রভো! অনুমতি করেনতো, এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য তাহা এক জন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি। বিচারক সম্মত হইয়া তাহাকে যাইতে অনুমতি করিলেন, কিন্তু এক জন চাপরাসী তাঁহার সঙ্গে২ চলিল। দণ্ডেকের মধ্যে রাজকুমার ম্লানবদন এবং সজলনয়নে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিচারককে নমস্কার করিয়া কহিল, প্রভো! আমি যথার্থ অপরাধী, নির্দোষিতা সপ্রমাণ করণের কোন আবশ্যক নাই, আমি আপনাদিগের শরণাপন্ন হইলাম, এ অধীনের প্রতি আপনারা করুণা প্রকাশ করুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া বিচারক বিদ্যালয়ের তাবৎ বালককে ডাকিয়া আনাইলেন, এবং তাহাদের নিকট রাজকুমারের উৎকট দোষ বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। পূর্ব্বে রাজকুমার আপনাকে নিতান্ত হীন অপরাধী বলিয়া জানিত না, প্রধান বিচারকের বক্তৃতা দ্বারা তাহার স্থির অনুভব হইল যে, সে সাতিশয় গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে। অতএব মনোদুঃখ, অনুতাপ এবং লজ্জাতে সে অধোবদন হইয়া হেট মাথায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। বিচারক নিম্ন লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া রাজকুমারের দণ্ড বিধান করিলেন।

অহে রাজকুমার মিত্র! বিচারকদিগের সুবিচারে তোমার প্রতি এই দণ্ড বিধান করা যাইতেছে, যে, বালকেরা আপনাদের মধ্যে চাঁদা করিয়া দীন দুঃখী অনাথদিগের নিমিত্ত যে ধন সঞ্চয় করে সেই সাধারণ উপকারার্থ মূল ধনে তুমি আর দুইটী মুদ্রা প্রদান করিবে। ময়রাণীর ক্ষতি পূরণে আমাদিগের

এক টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই, না হউক, হিংসা রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া তুমি তাহার বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছ, এবং অনিষ্ট করিয়া নিজ দোষটী গোপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলে, আমি সেই গুরুতর অপ-রাধের প্রতিবিধানার্থ তদ্দ্বিগুণ তোমার দুই টাকা দণ্ড করিলাম। আর আমি যে কয় জন বালককে তো-মার সঙ্গে দিব তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তুমি হীরামণি ময়রাণীর দোকানে যাইবে। তথায় যাইয়া, তাহার নিকট ধার করিয়া যে কয় পয়সার মিঠাই খাইয়া ছিলে, প্রথমে সেই পয়সাগুলী তাহাকে দিবে। পরে করযোড় করিয়া সাক্ষীদিগের সমক্ষে তাহার কাছে নিজ দোষ স্বীকার করত ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। আর কল্য বেলা একটা বাজিবার পঁনের মিনিট পূর্ব্বে তুমি স্বীয় ক্লাশের বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া বিদ্যালয়স্থ বালকদিগকে কহিবে, ভাতৃগণ! আমাদ্বারা তোমাদিগের যে অপযশ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত আছি, আমি প্রাণান্তেও এমন কর্ম্ম আর করিব না, তোমরা সদয়চিত্ত হইয়া আমাকে ক্ষমা কর। বিশেষ, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নির্দোষ হইয়াও তোমার নিমিত্তে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তুমি তাহার নিকট আন্তরিক অনুতাপ প্রকাশ করিয়া সে বালককে সন্তুষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। আমাদিগের এই সকল আজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম না করিলে কোন বালক তোমাকে লইয়া ক্রীড়াস্থানে ক্রীড়া বা আমোদ আহ্লাদ কিছুই করিবে না, আমি সমুদায় ছাত্রকে অনুমতি করিতেছি, এই সকল কর্ম্ম নিষ্পাদিত

নাহইলে কোন বালক তোমাকে যেন আপনাদের সমাজে না লয়।

অনন্তর প্রধান বিচারক রাজকুমার মিত্রকে স্বস্থানে প্রেরণ করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন, সে দিন আর কোন কর্ম্ম হইল না, ঠিক বেলা একটার সময় পাঠশালা বন্ধ হইল। অবকাশ পাইয়া রাজকুমার জনকয়েক এক-পাঠীকে সঙ্গে লইয়া হীরামণি ময়রাণীর বাটীতে গেল, তথায় উপস্থিত হইয়া বিনয়বাক্য দ্বারা তাহার ক্রোধ শান্তি করত ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ময়রাণী তাহার বিনীত ভাব এবং মিষ্ট বাক্যে সাতিশয় তুষ্টা হইয়া তাহার প্রতি প্রসন্না হইল, পূর্ব্বের রোষ ভাব আর তাহার কিছুই মনে রহিল না। পরন্তু না জানিয়া সে অন্যায়তঃ অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে যথেষ্ট ক্লেশ দিয়াছিল, তজ্জন্য সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া বড়ই অনুতাপ করিতে লাগিল। বালকগণ ক্রীড়া-সামগ্রী পাইলে যত আহ্লাদিত হয়, এত আহ্লাদিত আর কিছুতেই হয় না, হীরামণি ময়রাণী মনে২ এই স্থির করিয়া অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ক্রোধশান্তির জন্য উত্তম একটি লাঠিম কিনিয়া তাহাকে উপঢৌকন দিল। অক্ষয়কুমার লাঠিমটী পাইয়া হীরামণির পূর্ব্ব দোষ সকল বিস্মৃত হওত পরমানন্দিত হইল।

পূর্ব্বে রাজকুমার পিতার সমক্ষে সকল কথা গোপন রাখিয়া ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার দোষ সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়াতে কোনমতে তাহা আর লুক্কায়িত রাখিতে পারিল না। সে সন্ধ্যাকালে সাতিশয় ম্লান বদনে নিজ জনকের নিকট উপনীত হইয়া রোদন

করিতে লাগিল। তাহার পিতা তাহাকে প্রেমভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! রাজকুমার! কি জন্য তুমি রোদন করিতেছ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কি হইয়াছে আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। এই কথাতে রাজকুমার আদ্যোপান্ত তাবৎ বিবরণ কহিলে, তাহার পিতা সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং ভদ্রসন্তান-দিগের বিপরীত কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া তাহাকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করত মিষ্ট ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। রাজকুমার তাহাতে অতীব অপ্রতিভ এবং ক্ষুন্নচিত্ত হইয়া অজস্র নেত্রবারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, আর বলিল পিতঃ আমি এতাদৃশ গর্হিত কর্ম্ম আর কথনই করিব না।

অনন্তর দীন দরিদ্র অনাথদিগের সঞ্চিতধনহইতে বালকেরা যে টাকাটি ময়রাণীর ক্ষতিপূরণার্থ দিয়াছিল, তাহার পিতা সেই সাধারণ উপকারক ধন সংগ্রহে আর চারিটি টাকা দিবার প্রস্তাব করিলেন। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দুইটি টাকা রাজকুমারের দণ্ড করিয়াছিলেন, তিনি সেই দুইটী টাকা দিতে স্থির করিয়া শিক্ষকদিগের বিচার-নৈপুণ্য-বিষয়ক একখানি প্রশংসাপত্র লিখিলেন। নি-রপরাধী অক্ষয়কুমার তাঁহার পুত্রের দোষে বিস্তর কষ্ট পাইয়াছিল, এজন্য তিনি গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তকসং-গ্রহ হইতে নুরজাহান রাজ্ঞী, অহল্যাহড্ডিকা এবং জাহানিরার চরিত্র, এই তিনখানি মনোহর পুস্তক ক্রয় করিয়া অক্ষয়কুমারকে উপঢৌকন দিতে কহিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বেলা দশটার সময় রাজকুমার

টাকা, পত্র এবং পুস্তক সকল সঙ্গে লইয়া পাঠশালায় গমন করিল, এবং তাহার পিতা যেরূপে তাহা দিতে কহিয়াছিলেন, সে মিষ্ট বাক্য এবং বিনীত ভাব প্রকাশ করিয়া সেইরূপে সকলকে দিল। রাজকুমারের পিতা মিত্রজ মহাশয়ের সুশীলতা এবং শিষ্টাচার দেখিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এবং বালকেরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর বেলা একটা বাজিতে পঁনের মিনিট বাকি থাকিলে, রাজকুমার নিজ ক্লাশের বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া বালকদিগের নিকটে আপন দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ছাত্রগণ একবাক্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ভাই রাজকুমার! আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার দোষ ক্ষমা করিলাম। সত্যকিঙ্কর, সত্যশরণ এবং সত্যচরণ প্রভৃতি যে সকল বালকেরা তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, একে একে তাহারা সকলেই আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল। বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের গুরুতর বিচার এইরূপে সমাপ্ত হইল, ইতি।

KATHAMALA

OR

SELECT FABLES OF ÆSOP.

TRANSLATED INTO BENGALI

BY

ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR.

THIRD EDIION.

কথামালা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক

ঈসপ রচিত পুস্তক হইতে

সংগৃহীত।

তৃতীয় বার মুদ্রিত।

CALCUTTA :

THE SANSKRIT PRESS.

No 1. College Square

Printed and Published

BY

HARISH CHANDRA TARKALANKAR.

1858.

কথামালা।

বাঘ ও বক।

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না। অবশেষে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। যে জন্তুকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই কহে, ভাই রে! যদি তুমি আমার গলা হইতে হাড় বাহির করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিই এবং চিরকালের জন্যে তোমার কেনা হইয়া থাকি। কোন জন্তুই সম্মত হইল না।

সর্ব্বশেষে, এক বক পুরস্কারের লোভে সম্মত হইল; এবং বাঘের মুখের ভিতর আপন লম্বা ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া, অনেক যত্নে সেই হাড় বাহির করিয়া আনিল। বাঘ সুস্থ হইল। পরে বক পুরস্কারের কথা উত্থাপন করিবামাত্র, বাঘ দাঁত কড়মড় ও চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল

অরে নির্ব্বোধ! তুই বাঘের মুখে ঠোঁট প্রবেশ করিয়া দিয়াছিলি। ধর্ম্মে ধর্ম্মে তুই যে নির্ব্বিঘ্নে ঠোঁট বাহির করিয়া লইয়াছিস্, তাহাই ভাগ্য করিয়া না মানিয়া, আবার পুরস্কার চাহিতেছিস্। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে আমার সম্মুখ হইতে যা, নতুবা এখনি তোর ঘাড় ভাঙ্গিব। বক শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন করিল।

যাহারা কেবল প্রত্যুপকারের লোভে পরের উপকার করে,তাহারা যদি অসতের উপকার করিয়া, প্রত্যুপকারের স্থলে উপহাস অথবা তিরস্কার লাভ করে, তাহাতে ক্ষোভ কিংবা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে হইবেক না।

দাঁড়কাক ও ময়ূর পুচ্ছ।

কোন স্থানে কতকগুলি ময়ূরপুচ্ছ পড়িয়াছিল। এক দাঁড়কাক দেখিয়া মনে বিবেচনা করিল যদি আমি এই ময়ূরপুচ্ছ গুলি আপন পাখায় বসাইয়া দি, তাহা হইলে আমিও ময়ূরের মত সুশ্রী হইব। এই ভাবিয়া ময়ূরের পুচ্ছ গুলি আপন পাখায় বসাইয়া দিল এবং দাঁড়কাকদিগের নিকটে গিয়া তোরা অতি নীচ ও

অতি বিশ্রী, আর আমি তোদের সঙ্গে থাকিব না, এই বলিয়া গালাগালি দিয়া ময়ূরের দলে মিশিতে গেল।

ময়ূরগণ দেখিবামাত্র তাহাকে দাড়কাক বলিয়া চিনিতে পারিল, সকলে মিলিয়া তাহার পাখা হইতে এক একটি করিয়া ময়ূরপুচ্ছ গুলি তুলিয়া লইল এবং তাহাকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করিয়া এত ঠোকরাইতে আরম্ভ করিল যে দাঁড়কাক জ্বালায় অস্থির হইয়া পলায়ন করিল। অনন্তর সে পুনরায় আপন দলে মিলিতে গেল। তখন দাঁড়কাকেরা উপহাস করিয়া কহিল অরে নির্ব্বোধ! তুই ময়ূরপুচ্ছ পাইয়া, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, আমাদিগকে ঘৃণা করিয়া ও গালাগালি দিয়া ময়ূরের দলে মিলিতে গিয়াছিলি; সেখানে অপদস্থ হইয়া, আবার আমাদের দলে মিলিতে আসিয়াছিস্। তুই অতি নির্লজ্জ! এইরূপে যথোচিত তিরস্কার করিয়া, সেই নির্ব্বোধ দাঁড়কাককে তাড়াইয়া দিল।

স্বভাবতঃ যাহার যে অবস্থা, যদি সে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে, তাহাকে কি ছোট, কি বড়, কি সমান, কাহার নিকট অপদস্থ ও অপমানিত হইতে হয় না।

শিকারী কুকুর।

এক ব্যক্তির একটি অতিউত্তম শিকারী কুকুর ছিল। সে যখন শিকার করিতে যাইত, কুকুরটি সঙ্গে থাকিত। ঐ কুকুরের বিলক্ষণ বল ছিল; শিকারের সময়, কোন জন্তুকে দেখিয়া দিলে, সে সেই জন্তুর ঘাড়ে এমন কামড়াইয়া ধরিত যে আর পলাইতে পারিত না। এইরূপ যত দিন তাহার শরীরে বল ছিল,সে আপন প্রভুর যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল।

কালক্রমে, বৃদ্ধ হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এই সময়ে, তাহার প্রভু এক দিন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া, শিকার করিতে গেলেন। এক শূকর তাঁহার সম্মুখ হইতে দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। শিকারী ব্যক্তি আপন কুকুরকে ইঙ্গিত করিবামাত্র, কুকুর প্রাণপণে দৌড়িয়া গিয়া শূকরের ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল; কিন্তু পূর্ব্বের মত বল ছিল না, এজন্য ধরিয়া রাখিতে পারিল না। শূকর অনায়াসে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

শিকারী ব্যক্তি, রাগে অন্ধ হইয়া, কুকুরকে তিরস্কার ও প্রহার করিতে আরাম্ভ করিল। তখন কুকুর কহিল প্রভু! বিনা অপরাধে,আমাকে তির-

স্কার ও প্রহার করেন কেন। মনে করিয়া দেখুন, যত দিন আমার বল ছিল, প্রাণপণে আপনকার কত উপকার করিয়াছি। এক্ষণে, বৃদ্ধ হইয়া নিতান্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া তিরস্কার ও প্রহার করা উচিত নহে।

কৃষক ও সর্প।

শীতকালে এক কৃষক অতি প্রত্যূষে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে যাইতেছিল; দেখিতে পাইল এক সর্প হিমে আচ্ছন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া পথের ধারে পড়িয়া আছে। দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। তখন সে সেই সর্পকে উঠাইয়া লইল। এবং বাড়ী আনিয়া আগুনে সেকিয়া, কিছু আহার দিয়া তাহাকে সজীব করিল। সাপ, এইরূপে সজীব হইয়া উঠিয়া, পুনরায় আপন স্বভাব প্রাপ্ত হইল এবং সেই কৃষকের এক শিশু সন্তানকে সম্মুখে পাইয়া, দংশন করিতে উদ্যত হইল।

কৃষক দেখিয়া, রাগে অন্ধ হইয়া, সেই সাপকে সম্বোধন করিয়া কহিল অরে ক্রূর! তুই অতি কৃতঘ্ন। তোর প্রাণ নষ্ট হইতেছিল দেখিয়া, দয়া করিয়া আমি তোকে গৃহে আনিয়া প্রাণ দান দি-

লাম। তুই, সে সকল ভুলিয়া গিয়া, আমার পুত্র-কেই দংশন করিতে উদ্যত হইলি। বুঝিলাম, যার যে স্বভাব কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। যাহা হউক, তোর যেমন কর্ম্ম, তার উপযুক্ত ফল পা। এই বলিয়া, হস্তস্থিত কুঠার দ্বারা, সর্পের মস্তকে এমন প্রহার করিল যে এক আঘাতেই তাহার প্রাণত্যাগ হইল।

কুকুর ও প্রতিবিম্ব।

একটা কুকুর, এক খণ্ড মাংস মুখে করিয়া, নদী পার হইতেছিল। নদীর নির্ম্মল জলে তাহার যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল, সেই প্রতিবিম্বকে অন্য কুকুর স্থির করিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল যে এই কুকুরের মুখে যে মাংসখণ্ড আছে কাড়িয়া লই, তাহা হইলে আমার দুই খণ্ড মাংস হইবেক। এইরূপ লোভে পড়িয়া, মুখ বিস্তার করিয়া, কুকুর যেমন সেই অলীক মাংসখণ্ড ধরিতে গেল, অমনি, উহার আপন মুখস্থিত মাংসখণ্ড জলে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া গেল। তখন সে হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরিশেষে এই ভাবিতে ভাবিতে নদী পার হইয়া চলিয়া গেল যে,

যাহারা লোভের বশীভূত হইয়া,কল্পিত লাভের প্রত্যাশায় ধাবমান হয় তাহাদের এই দশা ঘটে।

ব্যাঘ্র ও মেষশাবক।

এক ব্যাঘ্র, পর্ব্বতের ঝরনায় জল পান করিতে করিতে,দেখিতে পাইল কিছু দূরে নীচের দিকে এক মেষশাবক জল পান করিতেছে। দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল এই মেষের প্রাণ সংহার করিয়া অজিকার আহার সম্পন্ন করি। কিন্তু বিনা দোষে এক জনের প্রাণ বধ করা ভাল দেখায় না; অতএব একটা দোষ দেখাইয়া অপরাধী করিয়া উহার প্রাণ বধ করিব।

এই স্থির করিয়া, সত্বরগমনে মেষশাবকের নিকট উপস্থিত হইয়া, কহিল অরে দুরাত্মা! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমি জল পান করিতেছি দেখিয়াও, তুই জল ঘোলা করিতেছিস্! মেষ শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল সে কেমন মহাশয়! আমি কেমন করিয়া আপনকার পান করিবার জল ঘোলা করিলাম। আমি নীচে জল পান করিতেছিলাম,আপনি উপরে জল পান

করিতেছিলেন। নীচে জল ঘোলা করিলেও উপরের জল ঘোলা হইবে কেন।

বাঘ কহিল সে যাহা হউক,তুই এক বৎসর পূর্ব্বে আমার বিস্তর নিন্দা করিয়াছিলি। আজি তোকে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিব। মেষশাবক কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন। এক বৎসর পূর্ব্বে আমার জন্মই হয় নাই। বাঘ কহিল হাঁ বটে বটে। সে তুই নহিস, তোর বাপ আমার নিন্দা করিয়াছিল। তুই কর্ আর তোর বাপ করুক্ একই কথা। আর আমি তোর কোন ওজর শুনিতে চাহি না। এই বলিয়া সেই অসহায় ক্ষুদ্র মেষশাবকের প্রাণ সংহার করিল।

দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই। আর আমি অপরাধী নহি ও এরূপ করা অন্যায় ইহা কহিয়া পরাক্রান্ত ব্যক্তির অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন।

মধুর কলসী ও মাছী।

এক দোকানে মধুর কলসী উল্টিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে চারি দিকে মধু ছড়িয়া যায়। মধুর গন্ধ পাইয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছী আসিয়া সেই মধু খাইতে লাগিল। যত ক্ষণ এক ফোটা

মধু পড়িয়া রহিল ততক্ষণ তাহারা সেই স্থান হইতে নড়িল না। অধিক ক্ষণ সেই খানে থাকাতে ক্রমে ক্রমে সমুদায় মাছীর পা মধুতে জড়িয়া গেল, মাছী সকল আর কোন মতে উড়িতে পারিল না; এবং আর যে উড়িয়া যাইতে পারিবেক তাহারও প্রত্যাশা রহিল না। তখন তাহারা, আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া, আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিল আমরা কি নির্ব্বোধ, ক্ষণিক সুখের জন্যে প্রাণ হারাইলাম!

সিংহ ও ইঁদুর।

এক সিংহ পর্ব্বতের গুহায় নিদ্রা যাইতেছিল। দৈবাৎ একটা ইঁদুর সেই দিকে যাইতে যাইতে সিংহের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। প্রবিষ্ট হইবামাত্র সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে ইঁদুর নির্গত হইলে, সিংহ ঈষৎ কুপিত হইয়া, নখর প্রহার করিয়া তাহার প্রাণ সংহারের উদ্যোগ করিল। তখন ইঁদুর প্রাণভয়ে কাতর হইয়া বিনয় করিয়া কহিল মহাশয়! আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি; ক্ষমা করিয়া আমার প্রাণদান করুন। আপনি যাবতীয় পশুর

রাজা, আমার মত ক্ষুদ্র পশুর প্রাণ বধ করিলে আপনকার কলঙ্ক আছে। সিংহ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল এবং সেই ইঁন্দুরকে ছাড়িয়া দিল।

এই ঘটনার অতি অল্প দিন পরেই, সিংহ শিকারের চেষ্টায় ভ্রমণ করিতে করিতে, এক শিকারীর জালে পড়িল; বিস্তর চেষ্টা পাইয়াও জাল ছাড়াইতে পারিল না। পরিশেষে, সেই ফাঁদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, এমন ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিল যে সমস্ত অরণ্য প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল।

সিংহ ইতিপূর্ব্বে যে ইঁন্দুরকে প্রাণ দান করিয়াছিল সে সেই অরণ্যে বাস করিত। এক্ষণে সে, পূর্ব্ব প্রাণদাতার স্বর চিনিতে পারিয়া, সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইল; এবং তাহাকে এই রূপে বিপদাক্রান্ত দেখিয়া, ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া, সেই জাল কাটিতে আরম্ভ করিল, এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই, সিংহকে সেই জাল হইতে মুক্ত করিয়া দিল।

কাহার উপর দয়া প্রকাশ করিলে তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না; আর যে যেমন ক্ষুদ্র প্রাণী হউক না কেন, সে কখন না কখন প্রত্যুপকার করিতে পারে।

কুকুর, কুক্কুট ও শৃগাল।

এক কুকুর ও এক কুক্কুট উভয়ে অত্যন্ত প্রণয় ছিল। এক দিন উভয়ে মিলিয়া বেড়াইতে গেল। এক অরণ্যের মধ্যে রাত্রি উপস্থিত হইল। রাত্রি যাপন করিবার নিমিত্ত,কুক্কুট এক বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিল; কুকুর সেই বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া রহিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। কুক্কুটদিগের স্বভাব এই, প্রভাত কালে উচ্চস্বরে ডাকিয়া থাকে। কুক্কুট শব্দ করিবা মাত্র,এক শৃগাল শুনিতে পাইয়া,মনে মনে স্থির করিল কোন সুযোগে আজি এই কুক্কুটের প্রাণ নষ্ট করিয়া মাংস আহার করিব। এই স্থির করিয়া, সেই বৃক্ষের নিকটে আসিয়া, ধূর্ত্ত শৃগাল কুক্কুটকে সম্বোধন করিয়া কহিল ভাই! তুমি কি সৎপক্ষী,সকলের কেমন উপকারক। আমি তোমার স্বর শুনিতে পাইয়া প্রফুল্ল হইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে বৃক্ষের শাখা হইতে নামিয়া আইস। দুজনে মিলিয়া খানিক গান করি ও আমোদ আহ্লাদ করি।

কুক্কুট, শৃগালের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে সেই ধর্ত্ততার প্রতিফল দিবার নিমিত্ত ক-

হিল ভাই শৃগাল! তুমি বৃক্ষের তলায় আসিয়া খানিক অপেক্ষা কর, আমি নামিয়া যাইতেছি শৃগাল শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে যেমন বৃক্ষের তলায় আসিল, অমনি সেই কুকুর তাহাকে আক্রমণ করিল এবং দন্তাঘাতে ও নখরপ্রহারে তাহার সর্ব্ব শরীর বিদীর্ণ করিয়া প্রাণসংহার করিল।

পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিলে আপনাকেই সেই ফাঁদে পড়িতে হয়।

ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর।

এক দিবস ভ্রমণ করিতে করিতে,এক ক্ষুধার্ত্ত শীর্ণকায় ব্যাঘ্রের কোন গৃহস্থের পালিত এক স্থূলকায় কুকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথম আলাপের পর,ব্যাঘ্র কুকুরকে কহিল ভাল ভাই জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি তুমি কেমন করিয়া এমন সবল ও স্থূলকায় হইলে। প্রতি দিন কিরূপ আহার কর এবং কিরূপেই বা প্রতিদিনের আহার সংগ্রহ কর। আমি ত দিবা রাত্রি আহারের চেষ্টায় ফিরিয়াও, উদর পুরিয়া আহার করিতে পাই না। কোন কোন দিন উপবাসীও থাকি

ইহার প্রথম অর্থ এই যে আশারের বংশ কৈনান দেশের যে অংশে বসতি করিবে, তাহা লৌহে ও পিত্তলে পরিপূর্ণ হইবে, ঐ বংশের লোকেরা ঐ সকল ধাতু তথা হইতে খুদিয়া লইবে। ইহার দ্বিতীয় অর্থ এই, মূসা জানিয়াছিলেন, যে আশারের বংশের জয় করিবার সময় অনেক শত্রু ও বিস্তর বিপদ হইবে। তাহাদিগকে ঈশ্বর ঐ সকল শত্রু হইতে সর্ব্ব সময়ে রক্ষা করিতে ও ঐ সকলকে তাহাদের বশীভূত করাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এতন্নিমিত্তে তিনি কহিলেন "সময়ানুসারে তোমার শক্তি হইবে"। আশারের ন্যায় এক্ষণেও ঈশ্বরের লোকদের যুদ্ধ করণ যোগ্য অনেক আত্মিক শত্রু আছে, যথা জগৎস্থ লোক ও শয়তান এবং তাহাদের নিজ পাপিষ্ঠ মনঃ, "যেহেতুক আমরা কেবল রক্ত মাংস বিশিষ্টদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া এই সংসার সম্বন্ধীয় অন্ধকারের প্রধান ও পরাক্রমী জগৎপতিদের অর্থাৎ আকাশস্থ পাপাত্মাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছি"। (ইফি ৬; ১২.) তাহারা কি প্রকারে এই সকল শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবে? সাধু পৌল কহেন "দুঃসময়ে যেন তাহার আক্রমণ নিবারণ পূর্ব্বক সকলকে জয় করিয়া অটল হইয়া থাকিতে পার, এতন্নিমিত্ত ঈশ্বরদত্ত তাবৎ সজ্জাতে সজ্জীভূত হও"। এবং কি প্রকার অস্ত্র ধারণ করিবে, তাহার বিষয় তৎপরে বলেন: "সত্যতারূপ কটিবন্ধনীতে কটিবন্ধন করিয়া পুণ্যরূপ বুকপাটা বক্ষে দিয়া শান্তিদায়ক সুসমাচাররূপ আবরক পাদুকা পরিধান করিয়া

অটল হইয়া থাক, বিশেষতঃ যাহাতে পাপাত্মার অগ্নি-বাণ সকল নিবারণ করিতে সমর্থ হও, এবং বিশ্বাসরূপ ঢাল ধারণ কর, তদ্ভিন্ন পরিত্রাণরূপ শিরস্ত্র মস্তকে দিয়া ঈশ্বরের বাক্যরূপ খড়্গ ধারণ কর, এবং আত্মা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নিবেদনে ও যাচ্ঞাতে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর, এবং তাবৎ পবিত্র লোকের নিমিত্তে কামনা করিয়া ঐ প্রার্থনাতে নিত্য প্রবৃত্ত হইয়া সাবধান হও।" (ইফি ৬; ১৩, ১৮.) ঈশ্বরের লোক যদি এই প্রকার যুদ্ধ করে তবে যিনি শত্রু দমনার্থে আশারের চরণ দৃঢ় করিয়াছিলেন তিনি স্বীয় পরাক্রম দ্বারা তাহাদিগকেও জয়ী করিবেন।

পরীক্ষা ও মন্দ ও বিপদ এবং দুঃখের দিন আসিবে। ইস্রাএলের ঈশ্বর তোমাদিগের জন্যে যুদ্ধ না করিলে ও তোমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা না করিলে ও সান্ত্বনা না দিলে, তোমরা কি প্রকারে তাহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিবা ও তাহাদের হইতে রক্ষা পাইবা?

অতএব জীবন থাকিতে ২ তোমরা আপনাদিগকে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের অধীনে রাখ। "যৌবনাবস্থাতে আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ কর, যেহেতু দুঃসময় আসিতেছে"; দুঃখ কিম্বা বিপদ্ তোমাদের উপরে আইলে ঈশ্বর আশারের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদের প্রতি সকল করিবেন।

Satyarnaba Press, No. 14 South Road Intally.